মুসলিম
আচার ধর্ম

খাদেমুল ফোক্বারা মাওলানা শাহ্ সুফি
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)

প্রকাশনায় :-
মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী

২য় সংস্করণ :-
ডিসেম্বর ১৯৭৪ ইং

২য় সংস্করণের পুনঃ প্রকাশ
২৬ আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১১ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

২য় মুদ্রণঃ
ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশনায়ঃ
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
'ডিউ উদয়ন' লেভেল ১২,
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২।

মূল্যঃ ৬০ টাকা মাত্র

মূদ্রণেঃ
'আলোকধারা বুক্‌স'
'ডিউ উদয়ন' লেভেল ১২,
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২।

পেশ কালাম

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র। অসীম অনন্ত গুণরাজির আধার বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র প্রতি দরূদ ও সালাম। অশেষ ভক্তি এবং সালাম পেশ করছি গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর প্রতি যাঁর শুভ আবির্ভাবে এই ধরাধামে বাংলাদেশের জমিন থেকে বিশ্বসমাদৃত মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার অভ্যুদয় ঘটেছে। তাঁরই অছি এবং সাজ্জাদানশীন আমার পরম শ্রদ্ধেয় দাদাজান হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকার অনুসারীদের অনুশীলনের সুবিধার্থে ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক আচার সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে "মুসলিম আচার ধর্ম" নামে একটি পুস্তিকা আমাদের নিকট উপহার হিসেবে রেখে গিয়েছেন। ঈমান, নামায, রোযা, হজ, যাকাত সম্পর্কিত সাধারণ বিধানাবলী নিয়ে আরবি এবং বাংলা উচ্চারণসহ লিখিত "মুসলিম আচার ধর্ম" পুস্তিকাটি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আশেক ভক্তদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৪ ইং ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ অনুসারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। পুস্তিকাটির তথ্য-উপাত্ত ঠিক রেখে ছাপার কারণে প্রকাশিত ভুল বানানসমূহ শুদ্ধ করা হয়েছে। এতে অনুশীলিত মূল বানানরীতি অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে এবং কোন প্রকার নতুন তথ্য-উপাত্ত সংযোজন করা হয়নি।

উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, নবী–রাসুলগণ স্ব স্ব উম্মতের নিয়মিত ইবাদত বন্দেগীর জন্যে আল্লাহ্ নির্ধারিত কিছু নিয়ম রীতি এবং বিধি বিধান চালু করে উম্মতের ধর্মীয় পরিচিতি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। ইসলাম ধর্মের আলোকে মুসলমানদের জন্যে প্রবর্তিত নিয়ম রীতি এবং বিধানের সবচেয়ে প্রধান দিক নামায মূলতঃ স্বয়ং আল্লাহ্ কর্তৃক পবিত্র মিরাজ রজনীতে রাসুলে খোদা হযরত মুহাম্মদ (দ.) তাঁর উম্মতের জন্যে প্রদত্ত বকশিস তথা উপহার। এ জন্যে

নামাযকে মিরাজুল মু'মিনীন চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। মিরাজ যেহেতু মহান আল্লাহ্‌র সঙ্গে রাসুলুল্লাহ্ (দ.)'র 'মুআনাকায়ে ইশ্‌ক' অভিবাদনে অভিষিক্ত হয়েছে সেহেতু মুসলিম আচার ধর্মে নামাযের গুরুত্ব সর্বাধিক। দৈহিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি নামাযে রয়েছে মনের পবিত্রতা সংরক্ষণ করে বন্দেগীতে একাগ্রতা এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি পরম আনুগত্যের নির্দেশনা যা তাসাওউফ সাধনার মৌলিক শর্ত হিসেবে স্বীকৃত। ইসলাম ধর্মে মুসলমানদের জন্যে ঈমান, নামায, রোযা, হজ, যাকাতের বিধান আচারিকতায় আবশ্যিকভাবে পালনীয় বিষয় তথা ফরজ। এক সময় তৃণমূল পর্যায়ে ধর্মবিশ্বাসী মুসলমান জনগোষ্ঠীর পক্ষে ভাষা জ্ঞানের অভাবে উপর্যুক্ত বিধি বিধান রপ্ত করা সহজ ছিল না। মসজিদ মক্তবে আরবি ভাষায় লিখিত কায়দা আমপারা শিখে যৎসামান্য ধারণা প্রাপ্ত হতো তা দিয়ে কোন রকমে নামায আদায় করা যেত। তবে তাও সর্বজনীন হতো না। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা প্রচারকালে বিষয়টি অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র দৃষ্টিগোচর হয়। তখন সাধারণ মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণ এবং অনুশীলনের সুবিধার্থে আমার দাদাজান ইসলাম ধর্মের আনুষ্ঠানিক আচার সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে আরবি এবং বাংলা উচ্চারণ সম্বলিত পুস্তিকা 'মুসলিম আচার ধর্ম' রচনা করেন। তাঁর এই রচনা মাইজভাণ্ডারীয়া শরাফত এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিধায় আমি পুস্তিকাটি বহুল প্রচারের লক্ষ্যে ছাপিয়ে প্রকাশ করলাম। আশা করি আশেক ভক্ত এবং ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ এতে উপকৃত হবেন। আমি পুস্তিকার বহুল প্রচার প্রত্যাশা করি। আল্লাহ্ আমাদের শুভ ইচ্ছা কবুল এবং মঞ্জুর করুন। আমিন।

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান
ম্যানেজিং ট্রাস্টি
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট

সূচী-পত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
০১.	ভূমিকা–	৭-৮
০২.	নমাজের সূরা সমূহ–	৯-১৩
০৩.	একশত ত্রিশ ফরজ–	১৪
০৪.	চারি কুরছি–	১৪
০৫.	চারি মজহাব–	১৫
০৬.	অজুর ফরজ ও অক্তের ফরজ–	১৫
০৭.	সপ্ত ঈমান–	১৫
০৮.	পঞ্চবেনা–	১৬
০৯.	গোছলের ফরজ–	১৬
১০.	নমাজের ফরজ–	১৬
১১.	তৈয়ম্মুমের ফরজ–	১৭
১২.	নমাজের ওয়াজেব–	১৭
১৩.	অজুর সুন্নত–	১৮
১৪.	নমাজের সুন্নত–	১৮
১৫.	অজু ভঙ্গের কারণ–	১৯
১৬.	নমাজ ভঙ্গের কারণ–	১৯
১৭.	নমাজের নিয়ত ও সপ্ত ঈমান–	১৯-২১
১৮.	পাঁচ কলেমা–	২১-২২
১৯.	প্রধান চারি কেতাব ও প্রধান মোরছেল নবী–	২২
২০.	ঈমান মুজাম্মেল, ঈমান মোফাচ্ছেল ও বিতির নমাজের নিয়ত–	২২-২৩
২১.	দোয়ায়ে কুনুত ও মুনাজাত–	২৩-২৪
২২.	আত্তাহিয়াত বা তশহুদ ও দরূদ শরীফ–	২৪-২৫
২৩.	দোওয়ায়ে মাছুরা, জুমার ফরজ নমাজের নিয়ত এবং জানাজার নিয়ত ও দোওয়া–	২৫-২৬
২৪.	জানাজার নমাজের দোওয়া ও জানাজার নমাজের নিয়ম–	২৭
২৫.	জেয়ারতের নিয়ম–	২৭-২৮
২৬.	রমজানের রোজার নিয়ত ও ইফ্তারের দোওয়া–	২৯
২৭.	ঈদুল ফিতির নমাজের নিয়ত ও নমাজ পড়িবার নিয়ম–	২৯-৩০
২৮.	নমাজের ওয়াক্ত ও রকায়াত সমূহ ও মটো–	৩১-৩২
২৯.	পরিশিষ্ট–	৩৩

মুস্‌লিম আচার ধর্ম্ম

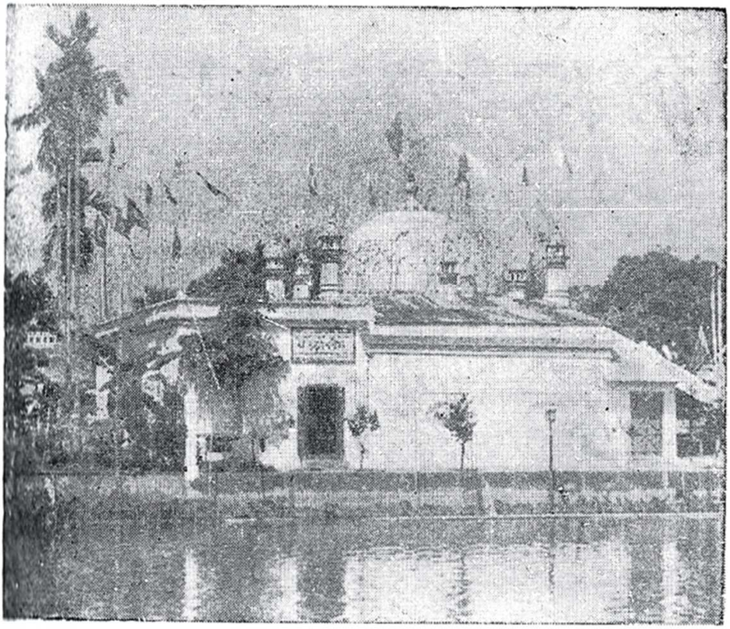

২য় সংস্করণ
ডিসেম্বর ১৯৭৪ ইং

প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

হাদিয়া—৪.০০

রচনায় ঃ—

খাদেমুল ফোক্‌রা মওলানা শাহ্‌ ছুফী ছৈয়দ

দেলাওর হোসাইন

মাইজভাণ্ডারী

সাজ্জাদানশিন, গাউছীয়া আহমদীয়া মঞ্জিল

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বিশ্বের স্রষ্টা পরম দয়ালু জাতে পাকের অসংখ্য প্রশংসা করিতেছি, যিনি সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য যুগে যুগে নবী ও অলী প্রেরণ করিয়াছেন। ছালাত, ছালাম জানাই তাঁহার মাহবুবদের প্রতি যাঁহাদের বদৌলতে মানব নিজ পরিচয় ও স্রষ্টা পরিচিতির সন্ধান লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

আল্লাহ পাকের হেদায়ত ধারা, রেছালত ও বেলায়ত দুই ধারায় বিভক্ত হইয়া শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) -এর প্রাক যুগ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতে থাকে। পরে উক্ত হেদায়ত ধারাই হজরতের জাতে পাকে একত্রিত হইয়া মানব জাতিকে খোদা সান্নিধ্য পথ সুগম করিয়া দেয়, যাহাতে রেছালতের প্রয়োজন মিটিয়া যায়। পরবর্ত্তী কালে হজরত (দঃ)-এর দুই নামানুসারে "আহমদ" ও "মোহাম্মদ" তাৎপর্য্যে তাঁহার হেদায়ত ধারা (১) আচার ধর্ম্ম (২) ভাব প্রবণ বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান, এই দুই ধারায় বিভক্ত হয়। আচার ধর্ম্ম অবলম্বনে মানুষের বাহ্যিকরূপ সংঘটন করিতে সক্ষম হয় এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনে খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়। শেষ যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের পতনের ফলে আচার ধর্ম্ম প্রাধান্যতা যখন শিথিল হইয়া যায়, সেই মূহূর্তে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রাধান্যতা নিয়া যুগ সংস্কারক হজরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) কেবলা কাবা এই ধরাধামে আবির্ভূত হন। তিনি গাউছুল আজম হিসাবে মানব জাতির ত্রাণ কর্তৃত্বরূপে খোদা সান্নিধ্য পথ সুগমার্থে "উছুলে ছবয়া" বা সপ্ত পদ্ধতীর প্রবর্ত্তন করেন, যাহাতে সহজ উপাদেয় হিসাবে ইহাকে গ্রহণ করিয়া জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে চারিত্রিক মানের উচ্চ সোপানে আরোহণ করতঃ স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে। বিশ্ব নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) -এর আগমনও বিশেষতঃ ইহার জন্য, যাহা اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاُتِمَّ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ

(আমি মানব জাতিকে চারিত্রিক মানের উচ্চ সোপানে আরোহণ করাইবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছি) বাণী দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

এই বিশ্ব অলীর পরিচয়-ঐতিহাসিক বর্ণনা ও পূর্ব্ববর্ত্তী অলীগণের ভবিষ্যদ্বাণীর স্বরূপ প্রমাণ আমার রচিত "বেলায়তে মোতলাকা" নামক গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তাঁহার উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁহার স্মৃতি ও প্রবর্ত্তিত "উছুলে ছবয়া" বা সপ্ত পদ্ধতীকে পৃথিবীর সম্মুখে তুলিয়া ধরার জন্য বিগত ১৯৪৯ সালে "আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীন গাউছে মাইজভাণ্ডারীর" পত্তন করি। এই আঞ্জুমানের উন্নতিকল্পে উক্ত গ্রন্থ খানাও হজরতের "উছুলে ছবয়ার" বাণী জগদ্বাসীর নিকট পৌঁছাইয়া দিবার মানসে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি ।

ভাব প্রবণতা প্রাধান্য এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অন্বেষণকারী দিগকে রুচী দানের সাহায্যে "মূলতত্ত্ব" নামক একখানা গ্রন্থও রচনা করিয়াছি। কিন্তু মনে করিলাম আধ্যাত্মিক জ্ঞানের রুচী লাভে সমর্থ হওয়ার জন্য আচার ধর্ম্মেরও যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে, তাই আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারীর অনুসারীদিগকে আচার ধর্ম্মজ্ঞান দানের জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানা রচনা করিলাম। যাহাতে বিভিন্ন কেতাব পুস্তক হইতে সংকলন করা হইয়াছে এবং উক্ত কেতাবাদির গ্রন্থকারগণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। প্রথম সংস্করণের বহি ফুরাইয়া যাওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাইয়া দিলাম।

অতএব, কেন্দ্রীয়, জেলা ও শাখা দায়রা আঞ্জুমানগুলি এই আচার ধর্ম্ম, মূলতত্ত্ব ও বেলায়তে মোতলাকা শিক্ষা দানে হজরতে আক্‌দাছের প্রবর্ত্তিত "উছুলে ছবয়া" বা সপ্ত পদ্ধতীর স্বরূপ বিশ্ব-মানবের হিতার্থে তুলিয়া ধরিলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

ইতি - ২/১২/১৯৭৪ ইং

গ্রন্থকার-

খাদেমুল ফোক্বারা,

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন

মাইজভাণ্ডারী।

মুস্‌লিম আচার ধর্ম

ছুরায়ে ফাতেহা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣﴾
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٤﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٥﴾ صِرَاطَ
الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿٦﴾ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾-

বাংলা উচ্চারণ ঃ- আল্ হাম্‌দু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন। আর রাহ্‌মানির রাহীমে। মালেকে য়্যাউমিদ্দীন। ঈয়্যাকা নাআ'বুদু ওইয়্যাকা নাছতায়ী'ন। ইহদেনাছ্ ছেরাতাল মুছতাকীমা ছেরাতাল লাজীনা আনআ'মতা আলাইহিম। গাইরিল মাগদোবে আলাইহিম ওয়া লাদ্দোওয়াল্লীন। আমিন।

ছুরায়ে ফীল

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ﴿١﴾ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ
تَضْلِيْلٍ ﴿٢﴾ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ
سِجِّيْلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ﴿٥﴾-

বাংলা উচ্চারণ ঃ- আলাম তারা কাইফা ফাআলা রব্বুকা বেআছহাবিল ফীল। আলাম ইয়াজ্ আল্ কাইদাহুম ফী তাদলীলেউঁ ওয়া আরছালা আলাইহিম তোওয়াইরান আবাবীল। তারমীহিম বেহেজোরাতিম মিন ছিজ্জিলিন ফাজায়ালাহুম কাআছফিম্ মা'কুল।

ছুরায়ে কুরাইশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ﴿۱﴾ اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ﴿۲﴾ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ﴿۳﴾ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ۵ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿۵﴾-

বাংলা উচ্চারণ ঃ- লেঈলাফে কোরাইশিন ঈলাফেহীম রেহ্‌লাতাস্ সেতায়ে ওয়াছ ছোওয়াইফ, ফলইয়াবুদু রব্বা হাজাল বাইতিল লাজী আত্ আমাহুম মিন জুয়েউঁ ওয়া আমানাহুম মিন খওফ।

ছুরায়ে মাউন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ﴿۱﴾ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ﴿۲﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿۳﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴿۴﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿۵﴾ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ﴿۶﴾ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴿۷﴾-

বাংলা উচ্চারণ ঃ- আরাইতাল্লাজী ইউকাজ্জেবু বিদ্দিন। ফজালিকাল্ লাজী ইয়াদুউল ইয়াতীম, ওয়ালা ইয়াহুদ্ধো আলা তোআমিল মিছকীন। ফওয়াই লুল্লিল মুছল্লীনাল্ লাজীনাহুম আন ছলাতেহীম ছাহুন। আল্লাজীনা হুম ইউরায়োনা ওয়া ইয়াম নাউনাল মাউন।

ছুরায়ে কাউছার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ﴿٣﴾-

বাংলা উচ্চারণ ঃ- ইন্না আ'-তোয়াইনা কাল কাউছার, ফছল্লে লেরব্বিকা ওয়ান হার। ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আব্তার।

ছুরায়ে কাফেরূন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ﴿١﴾ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢﴾ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ ﴿٦﴾-

বাংলা উচ্চারণ ঃ- কুল্ইয়া আইয়োহাল কাফেরুনা লা আ'বুদু মাতাবুদুনা ওয়া লা আন্তুম আবেদুনা মা আ'বুদ। ওয়ালা আনা আবেদুম মা আবাদ্ত্ত'ম ওয়ালা আনতুম আবেদুনা মা আ'বুদ। লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন।

ছুরায়ে নছর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللهِ اَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ط اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾-

বাংলা উচ্চারণ ঃ- ইজাজাআ নছরুল্লাহে ওয়াল ফতহু, ওয়ারাআইতান্ নাছা ইয়াদ খুলুনা ফীদীনিল্লাহে আফওয়াজা, ফছাব্বেহ বেহাম্দে রব্বিকা ওয়াছ তাগফিরহু ইন্নাহু কানা তউয়াবা।

ছুরায়ে লাহাব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَّا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ﴿١﴾ مَاۤ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلٰى نَارًاذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴿٥﴾-

বাংলা উচ্চারণ ঃ- তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাবেউঁ ওয়াতব্বা মা আগ্না আন্হু মালুহু ওয়ামা কছাব, ছইয়াছ্লা নারান জাতা লাহাবেঁউ ওয়ামরা আতুহু হাম্মালাতাল হাতাবে। ফীজীদেহা হাবলুম মিম মাছাদ।

ছুরায়ে এখ্লাছ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٤﴾-

বাংলা উচ্চারণ ঃ- কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুছ্ ছামাদ, লাম ইয়ালিদ, ওয়া লাম ইউলাদ, ওয়ালাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

ছুরায়ে ফলক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾-

বাংলা উচ্চারণ ঃ- কূল আউজু বেরব্বিল ফলক, মিন শার্‌রেমা খালাক, ওয়া মিন শার্‌রে গাচেকিন ইজা ওয়াকাবা, ওয়ামিন শার্‌রিন নফ্‌ফাছাতে ফীল ওকাদে, ওয়ামিন শার্‌রে হাছেদিন ইজা হাছাদ।

ছুরায়ে নাছ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۵ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾-

বাংলা উচ্চারণ ঃ- কূল আউজু বেরব্বিন নাছে, মালেকিন নাছে, ইলাহিন্নাছে। মিন শর্‌রিল ওয়াছ ওয়াছিল খান্নাছিল্লাজি ইউওয়াছ বেছু ফীছুদুরিন্নাছে মিনাল জিন্নাতে ওয়ান্নাছ।

ছুরায়ে কদর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۵ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ج مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلٰمٌ قف هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾-

বাংলা উচ্চারণ ঃ- ইন্না আনজালনাহু ফিলাইলাতিল কদরে। ওমা আদরাকা মালাইলাতুল কদরে। লাইলাতুল কদরে খাইরুম মিন আলফে শাহারিন, তানাজ্জালুল মালাইকাতু ওয়ার রূহু, ফীহা বেইজ্নে রব্বেহিম, মিন কুল্লে আমরিন ছালাম্ হিয়া হাত্তা মাতলাঈল ফজ্র।

একশ ত্রিশ ফরজ

একশত ত্রিশ মছায়েলা ফরজ খোদার,
কণ্ঠস্থ রাখা তাহা উচিত সবার।
স্মরণ রাখিবে ইহা ফরজ জানিয়া,
তুচ্ছ করিলে যাবে মরদুদ হইয়া।
চার কুরছি, চার মজহাব, অজুর মধ্যে চার, (১২)
পাঁচ ওয়াক্ত, পাঁচ নিয়ত, করহ সুমার। (১০)
সপ্ত ঈমান, পঞ্চ বেনা, গোসলেতে তিন, (১৫)
আহ্কাম আরকানে (নমাজে) তের করিবে একিন। (১৩)
দিন রাত সতর রকাত, তৈয়ম্মুমে তিন, (২০)
ত্রিশ রোজা, ত্রিশ নিয়ত শিখ দ্বিধাহীন। (৬০)

চারি কুরছি

আবদুল মোনাফ পুত্র বুদ্ধিমান হাসেম,
হাসেমের পুত্র জান মোতালেব নাম।
মোতালেবের পুত্র হন আবদুল্লাহ্ সুমতি,
হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) তাঁহার সন্ততি।

চারি মোজহাব

ইমাম আজম, আবুহানিফা সুজন,
শাফেয়ী, মালেক, আহামদ চারিজন।
এই চারি ইমামের মোজহাব সকলি,
হানিফী, শাফেয়ী, মালেকী, আর হাম্বলী।

অজুর চার ফরজ

কনুই তক হাত ধোবে, মুখ পুরা পুরি,
চারি ভাগের এক ভাগ, মাথা মসেহ করি।
দুই পা ধুইবেক, গিরার উপর,
এই চারি ফরজ হয় অজুর ভিতর।

পাঁচ ওয়াক্ত পাঁচ নিয়ত

ফজর, জোহর, আছর, মাগরিব, এশা,
এ পাঁচ ওয়াক্ত, পাঁচ নিয়ত শিখ খোলাসা।

সপ্ত ঈমান

না দেখি ঈমান আনিবে আল্লাহ্র পরে,
যাঁহার শরীক কেহ হইবারে নারে।
ফেরেস্তা, কিতাব, আর যত নবীগণ,
মউত, হাসর পরে পুণর্জ্জীবন।
তক্দিরের ভাল মন্দ সব আল্লাহ্ করে,
ঈমান আনিবে এই সকল উপরে।

পঞ্চবেনা

নমাজ, রোজা জাকাত হজ্জ ও ঈমান,

এই পঞ্চবেনা হয় ইসলাম রোকন।

গোসলের তিন ফরজ

গরগরা করি, নাকে পানি দাও পরে।
শরীর ডুবাইয়া দাও পানির ভিতরে।

আহ্কাম ছয় ফরজ

আহকাম ছয় জানি, আগে নমাজের,
সর্ত্ত ইহার নাম বাক্য কেতাবের।
শরীর, কাপড় আর জায়গা পাক রাখা,
নিয়ত কর, কাবা মুখী হও সতরকে ঢাকা।

আর্কান সাত ফরজ

মসল্লাতে খাড়া হও তকবির বল,
নমাজে কেরাত পড়, রুকু কর ভাল।
সেজদা করহ, বসে শেষ বৈঠকেতে,
নমাজের বাহিরে আস নিজ ইচ্ছাতে।
এই আরকান সাত, নমাজ ভিতরে,
আহকাম সতের দেখ হিসাব করে।

সতের রকাত সতের ফরজ

ফজরে দুই, জোহরে চার আর চারি আছর,
মাগরিবে তিন, এশার চার, সতের, দিন রাত ভিতর।

তৈয়স্মুমের তিন ফরজ

নিয়ত কর হাত মার মাটির উপর,
ধুলা হাতে মুসহ, মুখ পুরা পুর।
পুনঃ হাত মার, মাটির উপর,
মুসহ দুই হাত কনুই বরাবর।

নমাজের বার ওয়াজেব

ফাতেহা পড়ন, আর দু রকায়তে সূরা,
দু’ রকায়ত পরে বসা, আত্তাহিয়াত পড়া।
তরতিব মত যখন করণ যাহা,
ঠিক মতে আদায় করিবে তাহা।
এক মনে কওমা সহ করিবে আদায়,
নমাজের অঙ্গহীন করিতে না হয়।
প্রতি দুই সেজদার মধ্যেতে বসন,
নমাজ সালাম সাথে সমাধা করণ।
ফজর, মাগরিব, এশার দুই রকাতে,
কেরাত প্রকাশ করা, বাকী গোপনেতে।
ঈদের নমাজের শিখ তকবির ছয়,
বিতিরে দোয়া কুনুত এই বার হয়।

অজুর এগার সুন্নত

অজুর মধ্যে শিখ এগার সুন্নত,
বিসমিল্লাহ্ বলন, আর করন নিয়ত।
কুলি ও দাতন করি নাকে পানি দিবে,
সর্ব্ব শির আর কান মোসেহ করিবে।
দাড়ি আর আঙ্গুলের করিবে খেলাল,
তিন তিন বার ধোবে করিয়া খেয়াল।
নিয়ম মতে ধোবে আগে আর পাছে,
পরস্পর ধোয়া এই এগার হয়েছে।

নমাজের পনর সুন্নত

আজান, নিয়ত আর ছোবহানাকা পড়ন,
আউজু, বিসমিল্লাহ্ আমিন বলন।
আল্লাহু আকবর বলা উঠা ও বসায়,
তিন তিন বার তসবিহ্ পড়া রুকু সজিদায়।
আত্তাহিয়াত পরে দরূদ ও দোয়া পড়া,
পুরুষ কান তক উঠাইয়া হাত নাভী নিচে ধরা,
স্ত্রীগণ স্কন্ধ হইতে হাত নামাইয়া বান্ধিবে সিনায়।
বিতিরের তক্‌বির, আর তক্‌বির তাহরিমায়,
পুরুষ হাটু ভেঙ্গে বসিবে ঠিক মতে,
স্ত্রীগণ দুই পা দিবে ডানেতে।
রসূলের সুন্নত তরক না করিবে,
নমাজে ডানে বামে ছালাম ফেরাবে।

অজু ভঙ্গের চারিটি কারণ

প্রস্রাব আর পায়খানার দ্বার হতে,
বাহির হইলে কিছু অজু যাবে তাতে।
রক্ত, পূঁজ শরীর হতে বহিয়া চলন,
নমাজের মধ্যে শব্দ করিয়া হাসন।
আর যদি অচেতন হয়ে নিদ্রা যায়,
এ চারি কাজে অজু যাবে নিশ্চয়।

নমাজ ভঙ্গের সাতটি কারণ

সাত কাজে নমাজ বাতিল হইয়া যায়,
এমামের আগে বেড়ে যদি খাড়া হয়।
কিছু খাওয়া পিয়া ও কোরান (সঃ) দেখি পড়া,
আর নমাজ মধ্যে অন্য কোন কাজ করা।
ইচ্ছা করি হাঁচি কাশা আর কথা বলিলে,
ভুলেও ফরজ আর ইচ্ছায় ওয়াজেব তরক হইলে।

পাঁচ ওয়াক্তের পাঁচ নিয়ত

১। ফজরের ওয়াক্তের দুই রকয়াত ফরজ নমাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَرْضُ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

২। জোহরের চারি রকয়াত ফরজ নমাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَرْضُ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

৩। আছরের চার রকয়াত ফরজ নমাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِفَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

৪। মাগরিবের তিন রকয়াত ফরজ নমাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْاُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلَاثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

৫। এশারের চারি রকাত ফরজ নমাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْاُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

বাংলা উচ্চারণ ঃ-

নোওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা "আরবা রকাআতে" (এই স্থানে নমাজ চার রকাত হইলে "আরবা রকাআতে" বলিবে, আর তিন রকাত হইলে "ছলাছা রকাআতে" বলিবে, আর দুই রকাত হইলে শুধু "রকয়াতাই" বলিবে) ছলাতিল "এশায়ে" (এই স্থলে যে ওক্তের নমাজ পড়িবে সেই ওক্তের নাম বলিবে) "ফরজুল্লাহে (এই স্থলে যে নমাজ পড়িবে তাহা উল্লেখ করিবে যেমন ছুন্নত হইলে "ছুন্নতে রছুলিল্লাহে" বলিবে) মোতওয়াজ্জেহান ইলা জিহাতিল কাআবাতিশ শরীফাতে আল্লাহু আকবর। (যদি নমাজ জমাতের সহিত পড়িতে হয় তবে مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ মোতওয়াজ্জেহান ইলা জিহাতিলের পূর্ব্বে মোক্তদী হইলে اِقْتِدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ "এক্তেদাইতু বেহাজাল ইমাম" বলিবে।

আর ইমাম হইলে اَنَا اِمَامٌ لِّمَنْ حَضَرَ وَمَنْ يُّحْضُرُ "আনা ইমামুন লেমন হাজারা ওয়া মাইঁ য়াহজুরু" বলিবে।)

সপ্ত ঈমান

اٰمَنْتُ بِاللهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔

যে সমস্ত কলেমা পড়িয়া আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন ও আমল বা কার্য্যকরী করিয়া ঈমানদার হইতে হয়।

১। কলেমা তৈয়ব

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ۔

বাংলা উচ্চারণ :- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ।

২। কলেমা শাহাদত

اَشْهَدُ أَنْ لَّا اِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔

বাংলা উচ্চারণ ঃ- আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহ্ দাহু, লাশরীকা লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাছুলুহু।

৩। কলেমা তমজিদ

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

বাংলা উচ্চারণ ঃ- ছোবহানাল্লাহে ওয়াল হামদু লিল্লাহে ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর ওয়ালা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীয়িল আজীম।

৪। কলেমা তৌহীদ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۔

বাংলা উচ্চারণ ঃ- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহ্ দাহু লা শরীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহয়ী-ওয়ামীতু, ওয়াহুয়া হাইয়ুল, লা ইয়ামুতু বেয়া দিহিল খায়রু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লে শাইয়িন কাদীর।

৫। কলেমা তাহমীদ

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللهَ۔

বাংলা উচ্চারণ ঃ- ছোবহানাল্লাহে ওয়া বেহামদীহি, ছোবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বেহামদিহী আছতাগফেরুল্লাহ।

প্রধান ৪ কিতাব

(১) পবিত্র কোরান মজিদ (২) ইঞ্জিল শরীফ (৩) তাওরাত শরীফ (৪) জাবুর শরীফ।

প্রধান ৪ মোরছেল নবী

(১) হযরত আহমদ মোজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) আখেরী নবী (২) হযরত ঈছা (আ:) (৩) হযরত মুছা (আ:) (৪) হযরত দাউদ (আ:)।

اِيْمَانِ مُجْمَلْ

اٰمَنْتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ۔

বাংলা উচ্চারণ ঃ- আমানতু বিল্লাহে কামা হুয়া বেআছমায়েহি ওয়া ছেফাতেহি ওয়া কবিলতু জমিয়া আহকামিহি ওয়া আরকানিহি।

اِيْمَانِ مُفَصَّلْ

اٰمَنْتُ بِاللهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔

বাংলা উচ্চারণ ঃ- আমানতু বিল্লাহে ওয়া মলায়েকাতেহি ওয়া কুতুবিহি, ওয়া রুসুলিহি অল ইউমিল আখেরে ওয়াল কদরে খাইরিহি ওয়া শর্‌রেহি মিনাল্লাহে তায়ালা ওয়াল বায়াছে বায়াদাল মউত।

এশারের নমাজান্তে তিন রকাত ওয়াজেব

বিতির নমাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلَاثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْوِتْرِ وَاجِبُ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللهُ اَكْبَرُ۔

দোয়ায়ে কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ۔

বাংলা উচ্চারণ ঃ- আল্লাহুম্মা ইন্না নছতায়ীনুকা ওয়া নাস্তাগফেরুকা ওয়া নোমেনুবেকা ওয়া নতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুস্‌নী আলাইকাল খাইর। ওয়া নাসকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা ওয়া নাখলাউ ওয়া নাত রুকু মইঁ ইয়াফ জুরুকা আল্লাহুম্মা ঈয়্যাকা নাআবুদু ওয়া লাকা নুছল্লী ওয়া নাছজুদু ওয়া ইলাইকা নাছআ ওয়া নাহফেদু ওয়া নারজু রহমাতাকা ওয়া নাখশা আজাবাকা ইন্না আজাবাকা বিল কুফ্‌ফারে মোলহেক।

মুনাজাত

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ۔ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ وَقِنَا عَذَابَ الْقَبَرِ وَقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِ وَقِنَا عَذَابَ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔ اٰمِيْن۔

বাংলা উচ্চারণ ঃ- রব্বানা জলম্‌না আনফুসানা ওয়া ইল্‌ লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লনাকুনন্না মিনাল খাছেরিন। রব্বানা আতেনা ফিদ্‌ দুন্‌ইয়া হাছনাতাউঁ ওয়া ফিল্‌ আখেরাতে হাছনতাউঁ ওয়া কেনা আজাবান্নারে, ওয়া কেনা আজাবাল কবরে ওয়া কেনা আজাবাল হাসরে ওয়া কেনা আজাবা ছকরাতিল মাউত। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাছ ছামিউল আলীম। ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আন্তাত তওয়াবুর রহিম। বেহরমতেকা ইয়া আর হামার রাহেমীন। আমীন।

দোয়ায়ে আত্তাহিয়াত বা তাশহুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ۔ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ۔

বাংলা উচ্চারণ ঃ- আত্তাহিয়াতু লিল্লাহে ওয়া চ্ছালাওয়াতু ওয়াত তইয়েবাতু, আচ্ছালামু আলাইকা এয়া আইয়ূহান্নাবিয়ু ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বরকাতুহু, আচ্ছালামু আলাইনা ওয়া আলা এবাদিল্লাহিছ ছালেহিন, আসহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আসহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাছুলুহু।

আত্তাহিয়ার পরের দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

বাংলা উচ্চারণ ঃ- আল্লাহুম্মা ছল্লে আলা মোহাম্মাদেওঁ ওয়া আলা আলে মোহাম্মদ, কামা ছল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ, আল্লাহুম্মা বারিক আলা মোহাম্মদেওঁ ওয়া আলা আলে মোহাম্মদ, কামা বারাক্তা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

দোয়ায়ে মাছুরা

اَللّٰهُمَّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِى مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

বাংলা উচ্চারণ ঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নি জলম্‌তু নফছী জুলমান কচিরান, ওয়ালা ইয়াগ ফেরুজ জুনুবা ইল্লা আন্তা ফাগ্‌ফির্‌লী মাগফেরাতাম, মিন এন্‌দেকা ওয়া আরহাম্‌নী, ইন্নাকা আন্তাল গাফুরুর রহিম।

জুমার দুই রাকয়াত ফরজ নমাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُسْقِطَ عَنْ ذِمَّتِىْ فَرْضُ الظُّهْرِ بِاَدَاءِ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْجُمْعَةِ فَرَضُ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اللهُ اَكْبَرُ-

বাংলা উচ্চারণ ঃ- নোওয়াইতু আন উছ্‌কেতা আন জিম্মাতী ফরজুজ্জোহরে বেআদায়ে রকাআতাই ছলাতিল জুমাআতে, ফরজুল্লাহে তাআলা মুতওয়াজ্জাহান ইলা জিহাতিল কাআবাতিশ শরীফাতে আল্লাহু আকবর।

জানাজার নমাজের নিয়ত (ফরজে কেফায়া)

نَوَيْتُ اَنْ اُوَدِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضُ الْكِفَايَةِ - اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلٰى النَّبِىِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

বাংলা উচ্চারণ ঃ- নোওয়াইতু আন উদ্দিয়া লিল্লাহে তা'লা আরবাআ তকবীরাতে ছালাতিল জানাজাতে ফরজুল কেফায়াতে, আচ্ছানাউ লিল্লাহে তা'লা, ওয়াচ্ছালাতু আলান্নাবীয়ে ওয়াদ্দোওয়াউ লেহাজাল মাইয়াতে, মোতওয়াজ্জেহান ইলা জেহাতিল কা আবাতিশ শরীফাতে আল্লাহু আকবর।

জানাজার দোওয়া

(মইয়ত বালেগ হইলে)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا۔ اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ۔

বাংলা উচ্চারণ ঃ- আল্লাহুম্মাগ্‌ ফির লেহাইয়েনা ওয়া মাইয়াতেনা ওয়া শাহেদেনা ওয়া গায়েবেনা ওয়া ছগীরেনা ওয়া কবীরেনা ওয়া জকরেনা, ওয়া উনছানা, আল্লাহুম্মা মন আহয়াই তাহু মিন্না ফআহঈহী আলাল ইছলাম। ওয়া মন তওয়াফ্‌ফাই তাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহু আলাল ঈমান।

(মইয়ত না বালেগ ছেলে হইলে)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا ذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

বাংলা উচ্চারণ ঃ- আল্লাহুম্মাজ্ আলহু লানা ফরতাউঁ ওয়াজ আলহু লানা জুখরাউঁ ওয়াজ আলহু লানা সাফেআউঁ ওয়া মুশাফ্ফাআ। (মৃতা নাবালেগা মেয়ে হইলে উপরোক্ত দোওয়ার "হু" এর স্থলে "হা" বলিবে) এবং শাফেআতান্ ও মোশাফ্ফায়াতান বলিবে।

ছনা

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ۔

বাংলা উচ্চারণ ঃ- ছোবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বেহামদেকা ওয়া তাবারাকাছমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুকা। (জানাজার নমাজে ছনা পড়িবার সময় جَدُّكَ"জাদ্দুকা" এর পর وَجَلَّ ثَنَائُكَ "ওয়া জাল্লা ছনাউকা" বর্দ্ধিত করিতে হয়।)

জানাজার নমাজের নিয়ম

তকবীরে তাহরীমার পর হাত বাঁধিয়া ছনা পাঠ করিবে, ছনা শেষ হইলে হাত না উঠাইয়া শুধু তকবীর বলিয়া (নমাজের) দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া পুনরায় ৩য় তকবীর বলিয়া জানাজার দোওয়া আরম্ভ করিবে এবং দোওয়া শেষান্তে ৪র্থ তকবীর বলিয়া ছালামের সহিত নমাজ শেষ করিবে।

জেয়ারতের নিয়ম

সর্ব প্রথম আদবের সহিত ছালাম জানাইবে। আচ্ছালামু আলাইকা মিন রব্বির রহীম ইয়া অলিউল্লাহে (ইত্যাদি) আনতুম ছাবেকুনা ওয়া নাহ্ নুত্তাবেউন, ওয়ালা হেকুনা মাআকুম বিছমিল্লাহে আলা মিল্লাতে রছুলিল্লাহে।

তারপর ছুরায়ে ফাতেহা পাঠ করিয়া নিজের স্মরণ মতে কোরান শরীফের অন্য আয়াত বা ছুরা পাঠ করিবে। তারপর "আল্লাহু লাইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম, লাতা খুজুহু চেনাতাউঁ ওলা নাউম, লাহু মাফিচ্ছমাওয়াতে ওমাফিল আরদে মনজাল লাজী ইয়াশ ফাউ ইনদাহু ইল্লা বেইজনেহী, ইয়ালামু মা বাইনা আইদীহিম ওমা খালফাহুম ওলা ইউহিতুনা বেসাই ইম্ মিন এলমেহি ইল্লা বেমা শাআ, ওছেয়া কুরছিয়ুহুছ ছমাওয়াতে ওয়াল আরদ, ওলা ইয়ুদুহু হিফজুহুমা ওহুয়াল আলিউল আজিমা লা ইকরাহা ফিদ্দীনে কদতাবাইয়েনার রুশদু মিনাল গাইয়ে ফমঁই ইয়াক্ফুর বিত্তাগুতে অইয়ুমেনু বিল্লাহে ফকদিছ্ তাম ছকা বিল উরওয়াতিল ওয়াছকা লান পেছামা লাহা, ওয়াল্লাহু ছমিউন্ আলীম। ইয়া রুহু আখরিজনা মিনাজ জুলুমাতে ইলান নুর। ইয়া নুরু, ইয়া নুরু, ইয়া নুরু, আরেনা বেফয়জেকা ও রাহমতেকা, ইয়া রব্বু, ইয়া রব্বু, ইয়া রব্বু, আরহামনী ও আতেনিচ ছালামতা ওয়াল আফিয়াতা ওলে জমিয়ে মন হক্কুন আলাইনা," পাঠ করিবে। আর সময় হইলে দোওয়ায়ে কাদাহে মোওয়াজ্জম এবং দরূদে তাজও পড়িবে।

তারপর ছওয়াব রছানী করত মোনাজাত করিয়া আরজী বা উদ্দেশ্য শেষ করিবে।

সাধারণ লোকের কবর জেয়ারতের সময় নিম্নোক্ত সালাম পাঠ করিবে।

আচ্ছালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুরে মিনাল মোমেনীনা ওয়াল মোমেনাতে ওয়াল মোছলেমিনা অল্ মোছলেমাতে ইয়ারহামু নাল্লাহু অলাকুম অইয়াগ্ফেরু লনা অইয়াকুম অইন্না ইনসায়াল্লাহু বেকুম লাহেকুন। সালামের পর কোরানের সূরা ও দোওয়া দরূদ পাঠ করিয়া কবরবাসীর রূহের প্রতি ইছালে ছওয়াব করিয়া মগফেরাত কামনা করিবে।

রমজানের রোজার নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِنْ شَهْرِ رَمْضَانَ الْمُبَارَكَ فَرْضًا لَّكَ يَا اَللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

বাংলা উচ্চারণ ঃ- নোওয়াইতু আন আছোমা গদাম মিন শাহরে রমজানাল মোবারকে ফরজাল্লকা এয়া আল্লাহু ফতকাব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আনতাছ ছমীউল আলীম।

ইফ্‌তারের দোওয়া

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ بِرِزْقِكَ اَفْطَرْتُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ

বাংলা উচ্চারণ ঃ- আল্লাহুম্মা লকা ছুমতু ওয়া বেরিজ্‌কেকা আফতারতু, আল্লাহুম্মাগ ফিরলী মা'কদ্দমতু ওয়া মা আখ্‌খারতু।

ঈদুল ফিতির নমাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتٍ وَاجِبِ اللهِ تَعَالٰى اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتُوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اللهُ اَكْبَرُ -

বাংলা উচ্চারণ ঃ- নোওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রকয়াতাই ছলাতিল ঈদিল ফিতরে মা ছিত্তে তকবিরাতিন, ওয়াজিবিল্লাহে তায়ালা ইক্তেদাইতু বেহাজাল ইমাম, মুতওয়াজ্জেহান ইলা জিহাতিল, কাআবাতিশ্‌ শরীফাতে আল্লাহু আকবর।

নমাজ পড়িবার নিয়ম

প্রথম নিয়ত পড়িয়া তকবিরে তাহরিমা বলতঃ দুই হাত (পুরুষ হইলে কান পর্যন্ত আর স্ত্রী হইলে কাঁধ পর্যন্ত) উঠাইয়া (পুরুষ হইলে নাভীর উপর, স্ত্রী হইলে সিনার উপর) ডান হাত উপরে থাকে মত বাঁধিবে, তারপর "ছনা" পাঠ করিয়া "আউজু বিল্লাহ," "বিছমিল্লাহ", পড়িয়া "ছুরায়ে ফাতেহা" আরম্ভ করিবে এবং ফাতেহা শেষ করিয়া অন্য একটি "ছুরা" পড়িয়া আল্লাহু আকবর বলিয়া রুকু করিবে রুকুর মধ্যে তিন, পাঁচ বা সাত বার سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ "ছোবহানা রব্বিয়াল আজিম" পাঠ করিয়া سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "ছমি আল্লাহু লেমন হামেদাহ" বলিয়া সোজা হইয়া দাড়াইয়া رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ "রব্বানা লাকাল হামদু" পাঠ করিবে। তারপর আল্লাহু আকবর বলিয়া ছজিদায় যাইবে এবং ছজিদায় سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى "ছোবহানা রব্বিয়াল আ'লা" তিন, পাঁচ বা সাত বার বলিয়া পুনরায় "আল্লাহু আকবর" বলিয়া ছজিদা হইতে উঠিয়া বসিবে। এবং "আল্লাহুম্মাগফিরলী" একবার পাঠ করিয়া "আল্লাহু আকবর" বলিয়া পুনরায় ছজিদায় যাইয়া ঐ তছবিহ পাঠ করিয়া আবার "আল্লাহু আকবর" বলতঃ দাড়াইয়া যাইবে। (এখন এক রকয়াত আদায় করতঃ দ্বিতীয় রকআতের কাজ আরম্ভ করিবে) ২য় রকয়াতে প্রথমতঃ শুধু "বিছমিল্লাহ" সহ ছুরায়ে ফাতেহা পাঠ করিয়া অন্য আর একটি "ছুরা" পাঠ করিবে (কিন্তু ঐ ছুরাটি প্রথম রকয়াতের ছুরার পরের ছুরা হওয়া উচিত। পূর্বের ছুরা পড়া মকরূহ) তারপর তকবির (অর্থাৎ আল্লাহু আকবর) বলিয়া রুকু করিবে এবং রুকুতে ঐ তছবিহ পাঠ করিয়া "ছামি আল্লাহুলেমন হামিদা" বলিয়া দাড়াইয়া ঐ দোওয়া "রব্বানা লাকাল হামদ" পড়িয়া পুনরায় তকবির বলিয়া প্রথম রকআতের মত ছজিদা আদায় করিয়া বসিয়া যাইবে, বসিয়া আত্তাহিয়াত পাঠ করিয়া, দরূদ শরীফ আরম্ভ করিবে এবং দরূদের পর দোওয়ায়ে মাছুরা পড়িয়া ডানে ও বামে ছালাম ফিরাইয়া মুনাজাত করতঃ নমাজ শেষ করিবে। এখন দুই রকয়াতী নমাজ শেষ হইল। আর যদি নমাজ চার রকয়াতী হয় তবে, দুই রকআতের পর বসিয়া শুধু "আত্তাহিয়াত" শেষ করিয়া পুনরায় উঠিয়া পূর্বের ন্যায় বিছমিল্লাহ সহ ফাতেহা পাঠ করিয়া, রুকু করিবে (যদি ফরজ নমাজ হয় তবে শেষ দুই রকয়াতে শুধু ফাতেহা পড়িয়া রুকু করিবে অন্য আর ছুরা পড়ার প্রয়োজন নাই। হাঁ যদি ছুন্নত বা নফল নমাজ

হয় তবে প্রত্যেক রকয়াতে নিয়মিত পরস্পরায় ফাতেহার পর অন্য আর একটি ছুরা পড়া কর্তব্য) এবং আগের মত তকবির ও তছবিহ সহ রুকু, ছজিদা আদায় করিয়া পুনরায় ৪র্থ রকআতের জন্য দাড়াইয়া যাইবে। দাড়াইয়া ৩য় রকয়াতের মত শুধু বিছমিল্লাহ সহ ফাতেহা পাঠ করিয়া বসিয়া যাইবেন, বসিয়া আত্তাহিয়াত, দরূদ ও দোওয়ায়ে মাছুরা পড়িয়া ছালাম ফিরাইয়া মুনাজাত করতঃ নমাজ শেষ করিবে।

নমাজের ওয়াক্ত ও রকয়াত সমূহ

ফজরের নমাজ-৪ রকয়াত

দুই রকয়াত ছুন্নত, দুই রকয়াত ফরজ।

জোহরের নমাজ-১২ রকআত

৪ রকয়াত ছুন্নত, ৪ রকয়াত ফরজ, ২ রকয়াত ছুন্নত ও

২ রকয়াত নফল।

আছরের নমাজ-৮ রকয়াত

৪ রকয়াত ছুন্নত, (জায়দা), ৪ রকয়াত ফরজ।

মগরীবের নমাজ-৭ রকয়াত

৩ রকয়াত ফরজ, ২ রকয়াত ছুন্নত, ২ রকয়াত নফল।

এশারের নমাজ-১২ রকয়াত

৪ রকয়াত ছুন্নত (জায়েদা), ৪ রকয়াত ফরজ, ২ রকয়াত নমাজ ছুন্নত, (মোয়াক্কাদা) ২ রকয়াত নফল।

বিতিরের নমাজ-৩ রকয়াত

৩ রকয়াত ওয়াজীব।

জুমার নমাজ - ১৮ রকয়াত

২ রকয়াত তাহিয়াতুল অজু (নফল), ২ রকয়াত দখুলিল মছজিদ (নফল), ৪ রকয়াত কবলিল জুমা (ছুন্নত মোয়াক্কাদা), ২ রকয়াত জুমা (ফরজ), ৪ রকয়াত বাদিল জুমা (ছুন্নত মোয়াক্কাদা), ২ রকয়াত ওক্তিছছুন্নাত, ২ রকয়াত নফল।

মটো

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভবে, জানতিন ভাবে
বাক বিতণ্ডা পরিহারে জানার আগ্রহে
পর দোষ-পরিহারে নিজ দোষ ধ্যানে
শুধাইনু সুধিজনে সুধির ভাষণে।
না দেখাইবে "পীর" যাকে এই তিন ধারা,
আসিবে না সোজা পথে সেই পথ হারা।

"হোসাইন সৌজন্যে"

পরিশিষ্ট

বর্ণিত, ধর্ম্মীয় নিয়ম পদ্ধতী ছাড়াও ধর্ম্মাচারীর উচিত যে, প্রত্যেক নমাজের ওয়াক্ত বা সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী মধ্যকার সময়ে মানসিক এবং দৈহিক তৎপরতার খোঁজ করা, যাহাকে ছুফী পরিভাষায় "তেলাওয়াতে অজুদ" বলে। যাহার ফলে ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিবে, সে সজাগ চিত্ত কিনা?

নিজ শক্তি স্বত্ত্বাকে ভুলিয়া, পার্থীব অনিত্ত্ব বৈষয়িক বা পারিপার্শ্বিক উন্মাদনা, ভাব বিভোরতায় ভাসিয়া গেলে নিজ পার্থিব প্রেরণার গলায় রজ্জু লাগাইয়া নিজ শক্তি সামর্থকে সর্ব্ব শক্তিমান খোদায়ী শক্তি সামর্থের দিকে রূজু বা উন্মুখ হইয়া উর্দ্ধ শক্তি জগতের দিকে নিজ শক্তি সত্ত্বা সামর্থকে উত্থিত করিবে। খোদা স্মরণ এবাদতে বা উপাসনায় রত হইবে।

মন এদিক-সেদিক ধাবিত না হওয়ার জন্য অবসর সময়ে পীর বা গুরু প্রদত্ত জিকির আজকার মন্ত্র ইত্যাদি পাঠ ও স্মরণ করতঃ সম্ভব মতে অজীফা দরূদ পাঠ ও শজরা শরীফ তেলাওয়াত করিবে। যাহারা কোরান শরীফের অর্থ বুঝে তাহাদের জন্য কোরান তেলাওয়াত শ্রেয়।

নিজ সত্ত্বাতে শক্তি সঞ্চয় ও সুখ শান্তি অর্জ্জন মানসে "ফানায়ে ছালাছা" তে অভ্যস্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সমাপ্ত

বেলায়তে মোত্‌লাকা

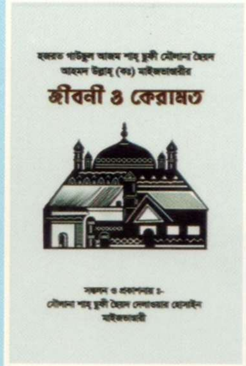
হজরত গাউছুল আজম শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ
আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) মাইজভাণ্ডারীর
জীবনী ও কেরামত

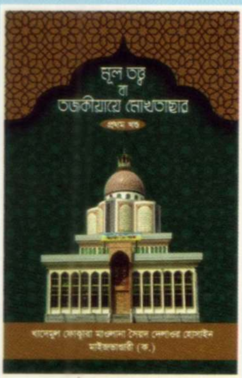
মূল তত্ত্ব
বা
তজকীয়ায়ে মোখতাছার

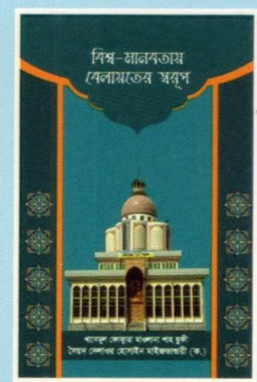
বিশ্ব-মানবতায়
বেলায়তের স্বরূপ

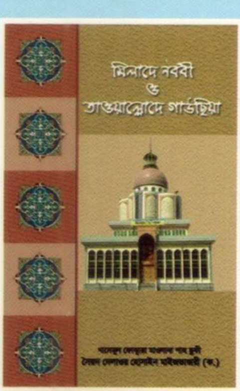
মিলাদে নববী
ও
তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া

মানব সভ্যতা